যুগান্তর

তারিখ ... 22 AUG 2008
পৃষ্ঠা - ৫ কলাম - ৩

আলিয়া মাদ্রাসায় বিজ্ঞান চর্চা

পৃথিবীর মানচিত্রে সম্ভবত বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেখানে তিন তিনটি ধারার শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত। এ তিনটি ধারার অন্যতম হল আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষা কাঠামো। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে এ ধারার শিক্ষাব্যবস্থায় রয়েছে এক ভিন্নধর্মী ইতিহাস ও ঐতিহ্য। সর্বপ্রথম আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ১৭৮০ সালে। নাম ছিল কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা। সেই যাত্রা থেকে শুরু করে বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এ শিক্ষাধারাকে আজকের সময় পর্যন্ত পৌঁছাতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। কারণ আলিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত যে কারিকুলাম ফলো করা হয় তা অনেকটাই মান্ধাতার আমলের। ফলে যুগে যুগে এ কারিকুলাম পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হলেও তা বাস্তবায়ন করা কঠিন ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এ চিত্রটার কিছু যাত্রা শুরু হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি ক্লাসেই সাধারণ বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান ও কৃষি শিক্ষার মতো সাবজেক্টগুলো পড়ানো হচ্ছে। আর নবম থেকে রয়েছে বিজ্ঞান গ্রুপ নামে আলাদা একটি বিভাগ। এ বিভাগের অধীনে রসায়ন, পদার্থ, জীববিজ্ঞান এবং উচ্চতর গণিতসহ প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিষয়গুলো নিবিড়ভাবে পাঠদান করা হচ্ছে। আলিয়া মাদ্রাসায় বিজ্ঞান চর্চার নানা সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় অনেক শিক্ষার্থীই মাদ্রাসা থেকে দাখিল অথবা আলিম পাস করে মেডিকেল বুয়েটসহ দেশের বিভিন্ন নামিদামি প্রতিষ্ঠানগুলোতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে ভালো খবর। তবে দেশের শীর্ষস্থানীয় মাদ্রাসাগুলো বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে থাকলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাদ্রাসাগুলোতে এখনও বিজ্ঞান চর্চার ছোঁয়া লাগেনি। তারা কম্পিউটারের বিস্ময়কর

প্রফেসর নূর মুহাম্মদ

মাদ্রাসায় কিভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা বাড়ানো যায়, এ প্রসঙ্গে আলোচনা করি প্রফেসর নূর মুহাম্মদের সঙ্গে। তিনি বিশিষ্ট গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ। সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকার সাবেক অধ্যক্ষ।

প্রশ্ন : আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয় সাধন করতে আলিয়া মাদ্রাসা কিভাবে এগুচ্ছে।

নূর মুহাম্মদ : বর্তমানে মাদ্রাসায় বিজ্ঞানের যে সিলেবাস পড়ানো হচ্ছে তা স্কুল-কলেজের মতো। এখানেও স্কুল-কলেজের মতো ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, বায়োলজি, বোটানি, জিওলজি প্রভৃতি বিজ্ঞানের সাবজেক্ট পড়ানো হয়। তবে সামান্য একটু পার্থক্য হচ্ছে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের পাশাপাশি কিছু আরবি সাবজেক্ট পড়তে হয়।

প্রশ্ন : আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ যেন বাংলাদেশের প্রতিটি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা ভোগ করতে পারে আপনার সাজেশন কি।

নূর মুহাম্মদ : আমি মনে করি শুধু মাদ্রাসা নয়, দেশের প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষার্থীদের দোরগোড়ায় বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দেয়া বর্তমান সময়ের দাবি। কিভাবে পৌঁছানো যায় এবং সব শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞানের নেটওয়ার্কের আওতায় আনা যায় সে সম্পর্কে সরকারকে অবশ্যই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য যা দরকার—

১. ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে হবে; ২. বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের জন্য সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলো সহজলভ্য করতে হবে; ৩. সরকারকে সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ আমাদের দেশে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বিজ্ঞান পড়া সত্ত্বেও কোন বিশেষ বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হচ্ছে না। যারাই একটু ভালো করে তাদের বিশ্বের উন্নত দেশগুলো মোটা অংকের টাকা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আমাদের মেধা খাটিয়ে নিজেদের নামে অনেক কিছু উদ্ভাবন করছে। সুতরাং আমি মনে করি আমাদের মেধা পাচার না করে দেশেই ব্যবহারের জন্য সরকারের জোরালো ভূমিকা থাকা উচিত।

পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আধুনিককালের আলিয়া মাদ্রাসাগুলোর পাঠ্যসূচিতে কিছুটা নতুনত্ব লক্ষণীয়। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সিলেবাসের পাশাপাশি শীর্ষস্থানীয় অনেক মাদ্রাসায়ই এখন যুগোপযোগী সাধারণ শিক্ষার কারিকুলাম ফলো করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বিলম্বে হলেও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহী হয়ে উঠছে। তাদের আগ্রহের মাত্রা দিন দিন তাদের আধুনিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিত করে তুলেছে। প্রযুক্তিনির্ভর এ বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য দেশের শীর্ষ স্থানীয় আলিয়া মাদ্রাসাগুলোতে শুরু হয়েছে কম্পিউটার শিক্ষাদান কর্মসূচি। অনেক মাদ্রাসায়ই এখন নানা ধরনের কম্পিউটার ল্যাব শোভা পাচ্ছে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে শুরু হয় হাতে-কলমে কম্পিউটার শিক্ষা দেয়ার কাজ। এর পাশাপাশি বিজ্ঞানাগার তো আছেই। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও যেন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে সে জন্য মাদ্রাসার জগতে বিজ্ঞান চর্চার অবদানের কথা হয়তোবা লোক মুখে শুনেছে অথবা বইয়ে পড়েছে কিন্তু কখনও কম্পিউটারের সামনে বসে তাদের পারদর্শিতা প্রমাণ করার সুযোগ পায়নি। তারা অনেক দিক থেকেই পিছিয়ে পড়ে থাকা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী। এ অবস্থার উত্তরণ ঘটিয়ে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীর মতো মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও যাতে শিক্ষার সব উপকরণের সুফল ভোগ করতে পারে সেজন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

—জহিরুল ইসলাম